

১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনে সুপারিশ বঞ্চিতদের দ্রুত নিয়োগের দাবি

অনলাইন ডেস্ক



বঞ্চিত প্রার্থীরা জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন করেন। ছবি: সংগৃহীত

১৮তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনে প্রায় ১৮ লাখ আবেদনকারীর মধ্য থেকে প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইভা—এই তিন ধাপে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়ে সনদ পান ৬০ হাজার ৫২১ জন প্রার্থী।

তবে ২০১৫ সালের নীতিমালা অনুযায়ী, শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হলেও গণবিজ্ঞপ্তিতে বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শূন্য পদ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বহু যোগ্য প্রার্থী সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হন।

এই শিক্ষক নিবন্ধনে বিশেষ সুযোগ হিসেবে ৬ষ্ঠ ও ৭ম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে ৬ষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে ৪১ হাজার ৬২৭ জন এবং ৭ম গণবিজ্ঞপ্তিতে ১১ হাজার ৭১৩ জন প্রার্থী সুপারিশপ্রাপ্ত হন।

তবু ৬ হাজারেরও বেশি প্রার্থী বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদ না থাকায় চূড়ান্তভাবে সুপারিশ বঞ্চিত থেকে যান।

সুপারিশ বঞ্চিত প্রার্থীরা নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বহুবার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও কার্যকর সমাধান দৃশ্যমান হয়নি।

সমাধানের দাবিতে গত ৭ এপ্রিল ১৮তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনে উত্তীর্ণ এবং ৭ম গণবিজ্ঞপ্তিতে সুপারিশ বঞ্চিত প্রার্থীরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

সেখান থেকে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে গিয়ে অতিরিক্ত সচিব মিজানুর

রহমান সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাস দেন।

একই দিনে এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান জানান, নীতিমালা পরিবর্তনের কারণে প্রার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ হিসেবে ৭ম গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। যারা এখনো বাকি আছেন, তাদেরকে ১৯তম/৯ম এবং ২০তম/১০ম সার্কুলারের পর সুযোগ দেওয়া হবে।

কিন্তু এই বক্তব্যে বঞ্চিত প্রার্থীদের মধ্যে নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়। কারণ ১৯তম ও ২০তম সার্কুলারের কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ১৮তম নিবন্ধনে উত্তীর্ণ হওয়াদের সনদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তা ছাড়া ১৯তম/৯ম সার্কুলার থেকেই নতুন নীতিমালা কার্যকর হচ্ছে। ফলে ১৮তম নিবন্ধনের প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ রেখে নতুন সার্কুলারে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষ করে, ৭ম গণবিজ্ঞপ্তিতে যেসব বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদ না থাকায় প্রার্থীরা সুপারিশ বঞ্চিত হয়েছিলেন, ৯ম সার্কুলারে সেই একই পদগুলোতে নতুন

করে শূন্য পদ যুক্ত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে।

বারবার স্মারকলিপি প্রদান এবং মানববন্ধনের পরও যখন দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি, তখন সুপারিশ বঞ্চিত প্রার্থীরা গত ১৯ এপ্রিল শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচির ডাক দেন।

তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে এই দাবি জানানো যে, নতুন নীতিমালায় নতুন সার্কুলার প্রকাশের আগে ১৮তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনে উত্তীর্ণদের মধ্যে সুপারিশ বঞ্চিত ৬০০০ প্রার্থীর নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

সেদিন রমনা জোনের ডিসি মাসুদ আলমের মাধ্যমে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী সংসদ অধিবেশনে এবং শিক্ষা সচিব দেশের বাইরে থাকায় কারো সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা সম্ভব হয়নি। ফলে সেদিন থেকেই প্রার্থীরা শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং রাতেও সেখানে অবস্থান করেন।

পরদিন ২০ এপ্রিল ডিসি মাসুদ আলমের
তত্ত্বাবধানে আবার ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি
দল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য
সচিবালয়ে যায়। কিন্তু সেদিনও শিক্ষামন্ত্রীর
সংসদ অধিবেশন থাকায় বিস্তারিত কথা বলা
সম্ভব হয়নি। তিনি ২১ এপ্রিল সাক্ষাতের
অনুমতি দেন।

২১ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী এনসিটিবি কার্যালয়ে একটি
গুরুত্বপূর্ণ সভা চলাকালীন সুপারিশ বঞ্চিত
প্রার্থীদের ৪ জন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেন।
তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের কথা
শোনেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে
এনটিআরসিএর মাননীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে
যোগাযোগ করে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের নির্দেশ
দেন। শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের ওপর আস্থা রেখেই
বঞ্চিত প্রার্থীরা তাদের মানববন্ধন ও অবস্থান
কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন।

২৬ এপ্রিল এনটিআরসিএর নতুন চেয়ারম্যান
হিসেবে রাজা আব্দুল হাইকে নিয়োগ দেওয়া
হয়েছে। ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনে সুপারিশ
বঞ্চিত ৬ হাজার প্রার্থীর দৃঢ় প্রত্যাশা, নতুন
চেয়ারম্যান দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিষয়টি

গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে তাদের ন্যায্য
নিয়োগ নিশ্চিত করবেন।

যোগ্যতা অর্জনের পরও শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক
শূন্য পদের সীমাবদ্ধতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে
অপেক্ষমাণ এই প্রার্থীদের একটাই দাবি, নতুন
নীতিমালায় নতুন সার্কুলার প্রকাশের আগেই
১৮তম নিবন্ধনধারীদের অসম্পূর্ণ নিয়োগ
প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের ন্যায্য অধিকার
ফিরিয়ে দেওয়া হোক।